W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 143 /WBHRC/SMC/2017

Date: 17 04.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Bartaman' a Bengali daily dated 17.04.2017, captioned 'সল্টলেকে অ্যাসিড হামলায় মহিলাসহ গুরুতর জখম ৫'

Attention of the Addl. Chief Secretary, Home Department, Govt of West Bengal is drawn to the judgment in the case of Laxmi Vs. Union of India & Ors reported in 2014(4) SCC 427 and (2016) 3 SCC 669. He is directed to take steps for preventing storage and sell of acid except in accordance with rules framed by the State Govt. under the Poisons Act. A response should be made to the Commission indicating steps proposed to be taken within 5th June, 2017.

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to make available all medical assistance as also to file a report as regards steps taken within 5th June, 2017.

Commissioner of Police, Bidhannagar is also directed to file a report within 5th June, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M. S. Dwivedy)
Member

Encl: 1. News Item Dt. 17.04. 17
2. Copies of Judgment in the case of Laxmi Vs. Union of India & & Ors – 2014(4)SCC 427 & (2016) 3 SCC 669

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and uploaded in the website.

বর্তমান ১৭/০৪/২০১৭

১৭ এপ্রিল ২০১৭ বর্তমান

সল্টলেকে অ্যাসিড হামলায় মহিলাসহ গুরুতর জখম ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: প্রতিবার একটি করে অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটে আর পুলিশ-প্রশাসন কিছুদিনের জন্য নড়েচড়ে বসে। কিন্তু, দিনের পর দিন অ্যাসিড হামলার ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তারই শিকার হলেন একসঙ্গে পাঁচজন। এবারের ঘটনাস্থল সল্টলেকের নয়াপট্টি।

পুরানো বিবাদের জেরে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারায় তিন মহিলাসহ মোট ছ'জন জখম হয়েছেন। এর মধ্যে দু'জন নিরীহ পথচারীও রয়েছেন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটেছে সল্টলেকের নয়াপট্টিতে। এই ঘটনায় পুলিশ মূল অভিযুক্ত মনিকা নস্করকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বাড়ি বাগুইআটি থানার কেষ্টপুরে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে সোমবার বিধাননগর সিজেএম আদালতে তোলা হবে।

উল্লেখ্য, বিবাদের জেরেই হোক বা প্রেমে প্রত্যাখ্যান— সবক্ষেত্রেই অ্যাসিড আক্রমণের ঘটনা অহরহ ঘটছে। প্রতিবারই অ্যাসিড মজুত সংক্রান্ত বিধিনিষেধের ব্যাপারে পুলিশ কঠোর হওয়ার কথা বললেও কাজের কাজ যে কিছুই হয়নি, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নয়াপট্টিতে মনিকা নস্কর নামে ওই মহিলার একটি সোনার দোকান আছে। তাঁর সঙ্গে নিউটাউনের তরুলিয়ার বাসিন্দা শান্তিপদ মণ্ডলের পুরানো বিবাদ ছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মনিকা হলেন শান্তিপদর মামাতো বোন। পারিবারিক কোনও কারণেই তাঁদের মধ্যে একটি পুরানো ঝগড়া ছিল। এদিন শান্তিপদবাবুকে দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে সন্দেহবশত তিনি শান্তিপদর স্ত্রীকে ফোনে খবরটি জানান। পরে শান্তিপদ বাড়ি ফিরলে এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। তখন রাগের বশে শান্তিপদবাবু তাঁর কয়েকজন আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে ওই দোকানে যান।

তখন শান্তিপদ ও মনিকার মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। সেই সময়ই হঠাৎ করে মনিকা দোকানে মজুত থাকা অ্যাসিড নিয়ে তাঁদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। তাতে শান্তিপদবাবু, তাঁর দিদি দীপা পাত্র, জামাইবাবু স্বয়ম পাত্র, তাঁর শ্যালিকা অপর্ণা প্রামাণিক গুরুতর জখম হন। সেইসময় দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সিভিক ভলান্টিয়ার আশিস হালদার ও সাধারণ এক পথচারী রীনা মণ্ডল। মনিকার ছোঁড়া অ্যাসিড তাঁদেরও গায়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় হইচই পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে জখমদের উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জখমদের অবস্থা গুরুতর। মূলত মুখে ও বুকের অংশে অ্যাসিডে ক্ষত বেশি হয়েছে। এছাড়াও তাঁদের শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে। চিকিৎসা চলছে। এদিনই এই নিয়ে বিধাননগর ইলেক্ট্রনিকস কমপ্লেকস থানায় অভিযোগ জানানো হয়। তার ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত মনিকা নস্করকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাটি বিশদে জানতে ওই দোকানের আরও এক কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মনিকা নস্করের সঙ্গে শান্তিপদর দীর্ঘদিন ধরেই গোলমাল চলছিল। এর আগেও তাঁরা বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তা থানা পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কিন্তু, এদিন সকালে আত্মীয়দের নিয়ে এসে শান্তিপদবাবু দোকানে ঢুকে পুরানো প্রসঙ্গ তোলেন। তখনই তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে তীব্র বচসা হয়। যদিও মনিকাদেবীর পালটা অভিযোগ, এদিন শান্তিপদ মণ্ডল ও তাঁর আত্মীয়রা একসঙ্গে দল বেঁধে দোকানে এসে হামলা চালায়। তাঁকে দোকানের মধ্যে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি বলেন, মারধর করার সময়ই তিনি নিজের প্রাণ বাঁচাতে তাঁদের দিকে অ্যাসিড ছোঁড়েন। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী মনিকা নস্করকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, সল্টলেকের মতো জায়গায় এইভাবে প্রকাশ্যে অ্যাসিড হামলার ঘটনায় এলাকার লোকজন আতঙ্কিত।

• *মূল অভিযুক্ত মনিকা নস্কর।- নিজস্ব চিত্র*